পণ্যে ‘একটুকু’ জল

ক্রিষ্টাল গ্লাসে রাখা ‘একটুকু’ জল
অত্যধিক আলোর ছ’টায় দীপ্ত, ঝলমল
অন্যত্র অথচ সে জল শুধুমাত্র জল
নিরাকার, নিষ্কলঙ্ক, স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল।

আচমকা আলোর ঝলক পরিচিত জলে
মানুষের কৌতূহল উদ্দীপিত করে-
কারিগরী গ্লাসে বিশুদ্ধ জল দুর্মূল্য লাগে
ঋদ্ধির বৃদ্ধিতে পরিচিতও অপরিচিত ঠেকে।

জগতের যতো পদার্থ মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়
বায়বীয়, তরল স্বচ্ছ বা রঙ্গিন কঠিন মৃত্তিকাময়।
এই তিন রূপের বাস্তব প্রকাশে ব্যাপ্ত বিশ্বময়
নানান রঙ্গে নানান ভঙ্গে বিষম বিস্ময়!

মানুষ যতো চায় প্রকৃতির বায়ু, জল, মাটি
প্রাণ ভ’রে গ্রহণ করে এই কথাটাই খাঁটি।
মানুষ আবার এইগুলি নিয়েই কারখানাতে যায়
রূপে-রসে-গন্ধে ভ’রে ভোগ্য পণ্য বানায়।

ক্রিষ্টাল গ্লাসে রাখা ‘একটুকু’ জল অতি উজ্জ্বল
উদ্ভাবনী ভাবনায় মানুষের ভোগের পণ্য
যেমন বাতাসে বওয়া ফুলের সুভাষ ‘স্প্রে’ তে ধরা অনন্য
কিম্বা মাটিতে গড়া বস্তু সামগ্রী মানুষেরই ভোগের জন্য।

উদ্ভাবনী ভাবনা নিয়েই কতক মানুষ ব্যস্ত-অর্থনীতির এই বসুন্ধরা
পণ্য সম্ভারে যা কিছু দেখি, পার্থিব পদার্থে ভরা।
নিত্য নব রূপে দ্রব্যের লেনদেন, মানুষের গড়া সমস্ত যতো পণ্য
আদানে-প্রদানে পাওয়া, সম্ভার সমুদয় মানুষেরই ভোগের জন্য।